৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০৪

Topic:
অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি, মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল, মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা, পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বিভিন্ন দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি, মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, অন্যান্য বিষয়াবলি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

www.uttoron.academy

আলোচ্য বিষয়

- অসহযোগ আন্দোলন
- ৭ মার্চের ভাষণ
- স্বাধীনতার ঘোষণা
- মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি
- মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল
- মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা
- পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়
- বিভিন্ন দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি
- মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াবলি

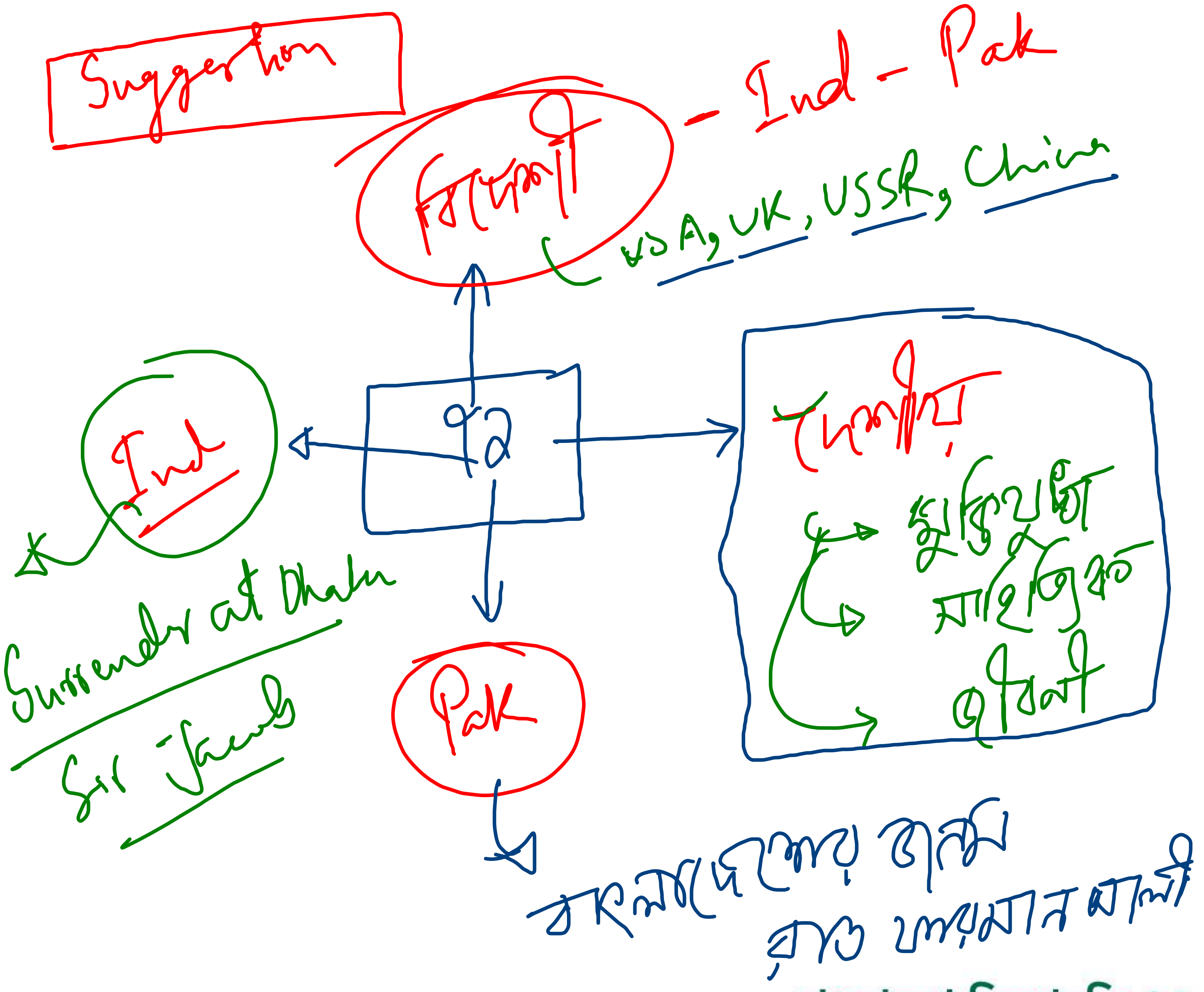

অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্ব।
- **কারণ:** ১৯৭০-এর নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অনীহা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান কারণ।
- **১ মার্চ, ১৯৭১:** প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকা শহর এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন।
- **২ মার্চ, ১৯৭১:** আ.স.ম. আবদুর রব বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন।
- **৭ মার্চ, ১৯৭১:** ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দেন

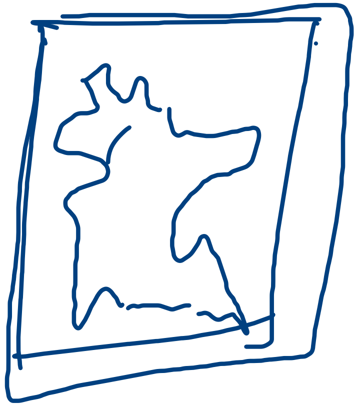

অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

- **১৬ মার্চ, ১৯৭১:** ইয়াহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- **১৭ মার্চ, ১৯৭১:** লে. জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট চূড়ান্ত করেন।
- **২৩ মার্চ, ১৯৭১:**
  - → আওয়ামী লীগ ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করেন।
  - → সারাদেশে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়।
  - → আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।
  - → ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাব” দিবস পালনকালে শেখ মুজিবুর রহমান এদিনকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার দাবি জানান।

অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

২৫ মার্চ, ১৯৭১: ঘোষণা → ২৭ মার্চ হরতাল

→ প্রেসিডেন্ট ঢাকা ত্যাগ করেন। (না জানিয়ে)

ভুট্টো → ২৬ মার্চ

রাত

৫০ হাজার → ২ লক্ষ

সশস্ত্র বাহিনীর

D.U

EPR

রা. পুলিশ

পিলখানা

২৬ মার্চ

1.30 am → শেখ (গ্রেফতার)

[Big fish]

স্বাধীনতা/জাতীয় দিবস → ২৬ মার্চ

POLL QUESTION-01

✪ "অপারেশন সার্চলাইট" নামক নীলনকশা তৈরি হয় কত তারিখে?

(a) ~~১৮~~ মার্চ

(b) ৭ মার্চ

(c) ২৩ মার্চ

(d) ২৫ মার্চ

শেখ মুজিব ও আজগর খানের বৈঠক

৭ মার্চের পূর্বে পাকিস্তানের লেবারেল রাজনীতিক আজগর খান শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে জানতে চান, 'পরিস্থিতি কি হতে যাচ্ছে?' জবাবে মুজিব বলেন, 'খুবই সহজ। প্রেসিডেন্ট ঢাকায় আসবেন, ভুট্টো তাঁকে অনুসরণ করবেন। ইয়াহিয়া অচল অবস্থার সৃষ্টি করবেন। সামরিক অভিযানের আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করবেন। অতঃপর পাকিস্তান শেষ।'

২৫ মার্চ

বাংলাদেশ জন্ম

"Guerrilla in Politics"

৭ মার্চের ভাষণ

- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় একমাত্র বক্তা শেখ মুজিব ১৮:৩১ মিনিটের একটি ভাষণ দিয়েছিলেন যা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।
- এই ঐতিহাসিক ভাষণটি সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদে ৫ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন।
- ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু – ৪টি দাবি উল্লেখ করেন, ১০টি নির্দেশনা দেন।

৭ মার্চের ভাষণ

- ৭ মার্চের ভাষণকে আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের ভাষণের সাথে তুলনা করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল রাজনীতির কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ২০১৩ সালে ব্রিটিশ গবেষক Jacob F. Field খ্রিষ্টপূর্ব ৪১৩-১৯৮৭ পর্যন্ত বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ৪১ টি ভাষণ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন। এর শিরোনাম দেয়া হয়েছে- "We shall fight on the Beaches" এই বইয়ের ১০১ পাতায় "The struggle this strike, is the struggle for the independence" শিরোনামে ৭ মার্চের ভাষণকে স্থান দেয়া হয়েছে।
- জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত এর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে ৩০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে 'বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তা সংস্থাটির 'Memory of the World Register'-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

POLL QUESTION-02

✪ স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কত সালে?

(a) ৩ মার্চ, ১৯৭১

(b) ৭ মার্চ, ১৯৭১

(c) ২ মার্চ, ১৯৭১

(d) ১ মার্চ, ১৯৭১

স্বাধীনতার ঘোষণা

SIXTH SCHEDULE

[Article 150(2)]

DECLARATION OF INDEPENDENCE

BY

THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY HOURS OF 26TH MARCH, 1971

"This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. Sheikh Mujibur Rahman 26 March 1971"

স্বাধীনতার ঘোষণা

- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্তিবুর রহমান। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালের রাতের প্রথম প্রহরে, গ্রেফতার হওয়ার কিছুক্ষণ আগে।
- 'বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষক' সুপ্রিম কোর্ট এই রায় প্রদান করেন ২১ জুন, ২০০৯।
- সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ, হান্নান চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ বেতারকেন্দ্র হতে। এম. এ. হান্নান দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে (২৬ মার্চ, ২১৯৭১)।
- শেখ মুজিব ২৫ মার্চ, ১৯৭১ গ্রেফতারের পূর্বে রেকর্ডকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জহর আহমদ চৌধুরীর নিকট পাঠান।
- ইংরেজিতে রেকর্ডকৃত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলায় অনুবাদ এবং তার সাইক্লোস্টাইল কপি জনগণের নিকট বিলি করেন জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং এম, এ. হান্নান ।
- পাকবাহিনী আক্রমণ করার পর বেতার কেন্দ্রটি স্থানান্তর করেন বেতার কর্মী বেলাল মুহাম্মদ এবং আবুল কাসেম সন্দ্বীপ।।
- আগ্রাবাদ বেতারকেন্দ্র ট্রান্সমিট করা হয় - চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।
- চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় - ২৬ মার্চ, ১৯৭১, সন্ধ্যা ৭:৪০ মিনিটে।
- চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র নামে পরিচিত।
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণার বাংলা অনুবাদ উপস্থাপন করেন- আবুল কাশেম সন্দ্বীপ।
- স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ঘোষণার মূল ইংরেজি ভাষণ পাঠ করেন ওয়াপদার প্রকৌশলী আতিকুল ইসলাম।
- ২৭ মার্চ, ১৯৭১ সালে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনাতার ঘোষণা দেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

POLL QUESTION-03

✪ পৃথিবীর ইতিহাসে কয়টি দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করা হয়?

(a) ২ (BD, USA)

(b) ৩

(c) ৪

(d) ৫

Written

মুক্তিযুদ্ধ

তাজউদ্দীন-ইন্দিরা বৈঠক ৪ এপ্রিল, ১৯৭১ বিএসএফ প্রধান রুস্তম জি তাজ ও ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলামকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কার্গো বিমানে করে দিল্লীতে নিয়ে যায়। ঐ রাতেই ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীনের প্রাথমিক বৈঠক হয়। ৫ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে তাজউদ্দীন ৭ টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

✓ BD Govt [অবস্থান] [Govt in Exile] (প্রবাসী সরকার)

✓ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ

✓ শরণার্থী

বাংলাদেশ স্বাধীন

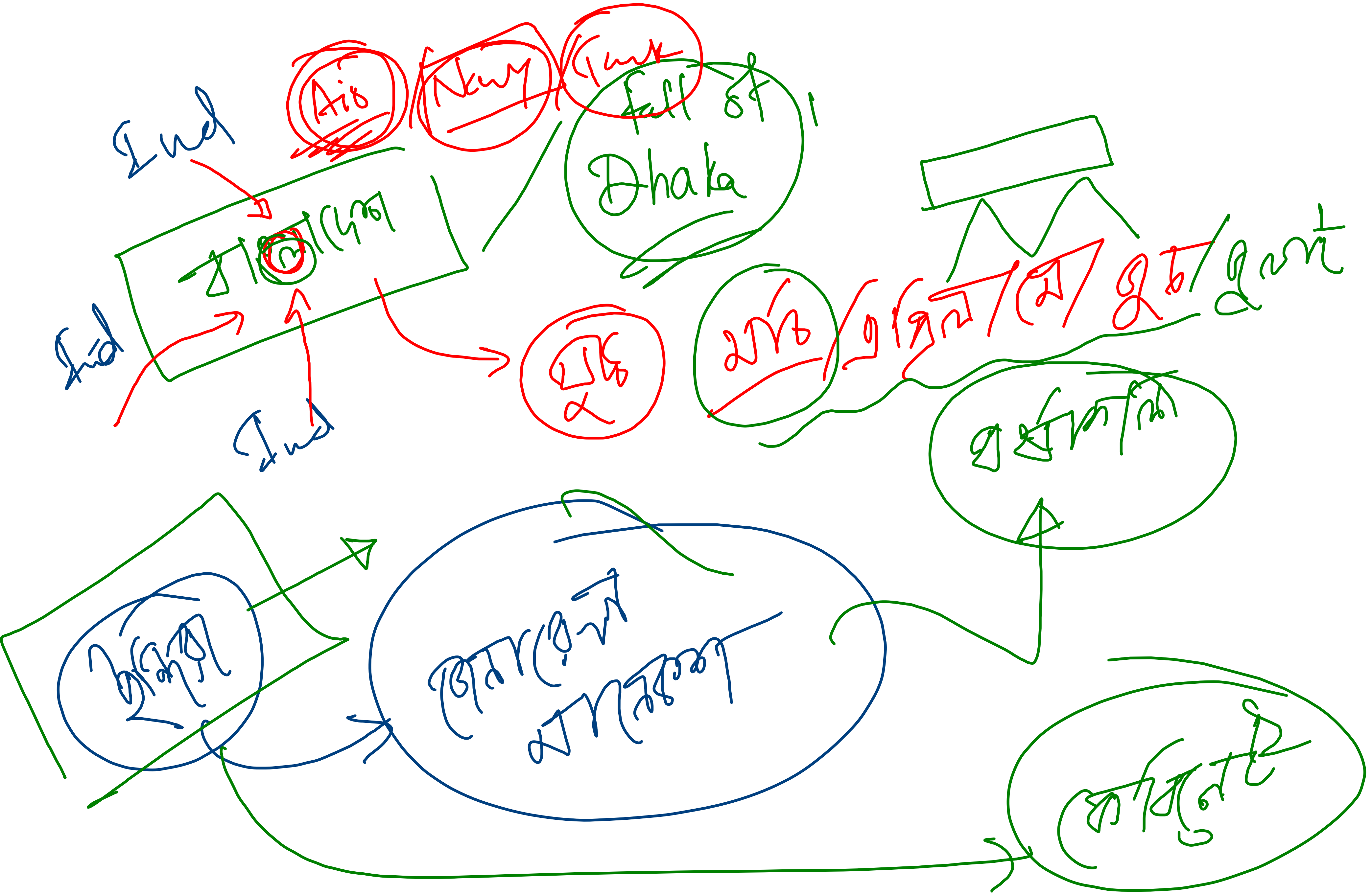
Ind
Ind
Ind
Full of
Dhaka

সরকার গঠন

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে 'প্রবাসী সরকার' (Government-in-Exile) গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় ''বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ''। "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ'' অনুযায়ী সেদিনই স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'' গঠন করা হয়। এ সরকারের গঠন ছিল নিম্নরূপ:

১। শেখ মুজিবুর রহমান - রাষ্ট্রপতি।

২। সৈয়দ নজরুল ইসলাম - উপ-রাষ্ট্রপতি ।

৩। তাজউদ্দীন আহম্মদ – প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা, তথ্য সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য-শ্রম ও সমাজ কল্যাণ, সংস্থাপন।

৪। ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী - অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রণালয়।

৫। আবুল হাসনাত মোঃ কামারুজ্জামান - স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি।

৬। খন্দকার মোশতাক - পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৭। কর্নেল এম.এ.জি ওসমানী – সেনাবাহিনী প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)

৮। কর্নেল এ. রব – চীফ অব স্টাফ।

সরকার গঠন

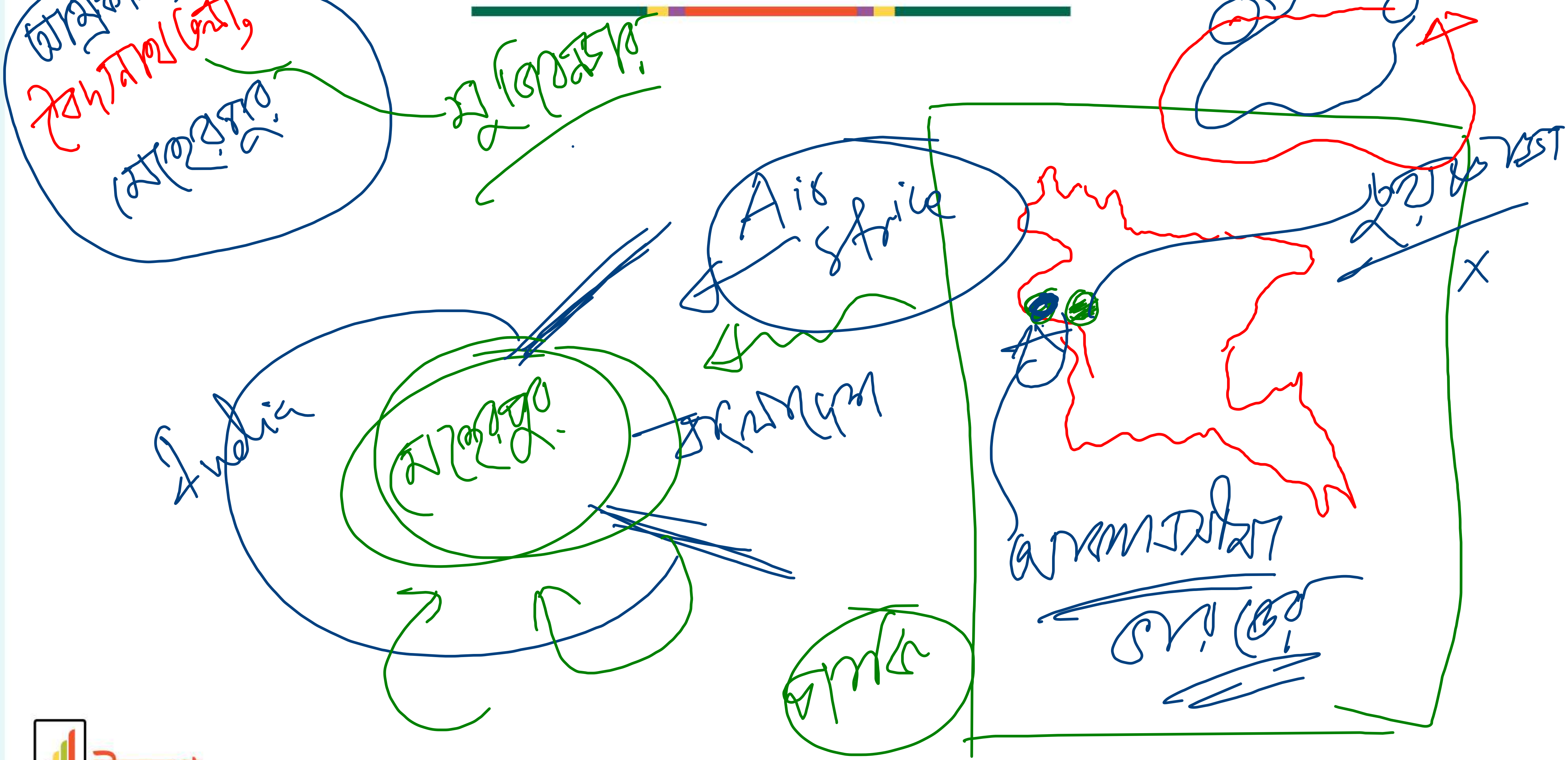

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি

মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনকারী ৫ টি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয় (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)।

১। ভাসানি (ন্যাপ)

২। মনিসিং (কমিউনিস্ট পার্টি)

৩। প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ (ন্যাপ-মোজাফফর)

৪। মনোরঞ্জন ধর (National Congress)

POLL QUESTION-04

✪ মুজিবনগর সরকারের কতটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল?

(a) ১০ টি

(b) ১২ টি

(c) ১৫ টি

(d) ২২ টি

Break upto 8:15 pm

রণকৌশল

বেসামরিক রণকৌশলঃ

১। মুজিবনগর সরকারের গঠন।

২। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

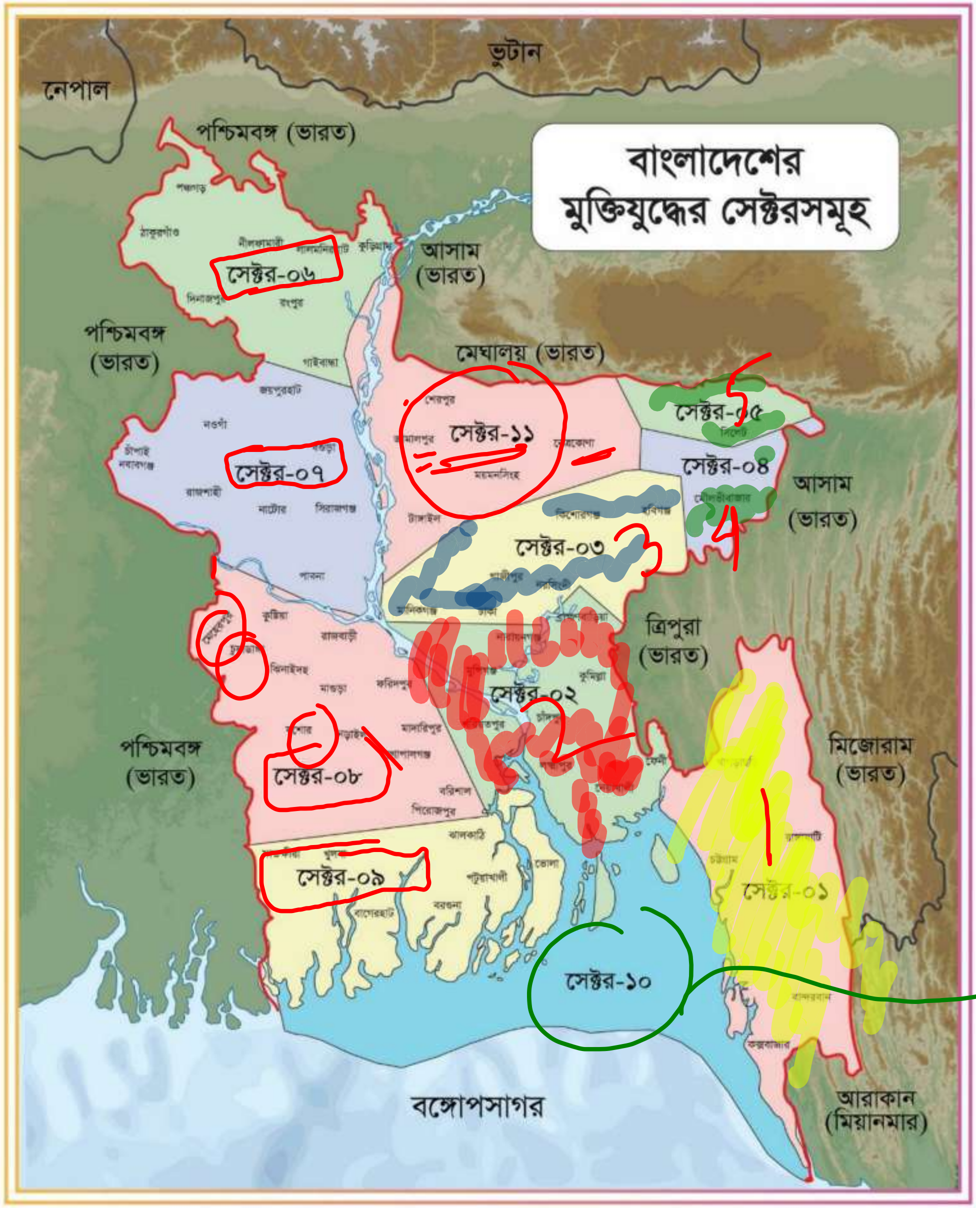

History

৪ এপ্রিল → মুক্তিযোদ্ধ (৪টি সেক্টর)

০৭টি সেক্টর

১১ এপ্রিল → ১১টি "

(১১-১৭) জুলাই →

Q: সাব-সেক্টর? ৬৪

বিশেষ → নিয়মিত

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

সেক্টর - এক

- এলাকা: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা।
- সদর দপ্তর: হরিনা
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর জিয়াউর রহমান ও ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম।

সেক্টর - দুই

- এলাকা: নোয়াখালী, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত, কুমিল্লা জেলা, সিলেট জেলার হবিগঞ্জ (বর্তমানে জেলা), ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ।
- সদর দপ্তর: মেলাঘর
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

সেক্টর - তিন

- এলাকা: আখাউয়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলা, সিলেট, ঢাকা জেলার অংশ বিশেষ ও কিশোরগঞ্জ
- সদর দপ্তর: হেজামারা
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর কে এম শফিউল্লাহ ও মেজর এ এন এম নূরুজ্জামান।

সেক্টর - চার

- এলাকা: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই-শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাউকি সড়ক পর্যন্ত অঞ্চল।
- সদর দপ্তর: খোয়াই
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর সি আর দত্ত।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

সেক্টর - পাঁচ

- এলাকা: সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত এলাকা।
- সদর দপ্তর: শিলং
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর মীর শওকত আলী

সেক্টর - ছয়

- এলাকা: রংপুর ও দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা (বর্তমানে জেলা)।
- সদর দপ্তর: পাটগ্রাম (রংপুর)
- সেক্টর কমান্ডার: উইং কমান্ডার খাদেমুল বাশার

সেক্টর - সাত

- এলাকা: দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চল, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলা।
- সদর দপ্তর: তরঙ্গপুর
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর নাজমুল হক, মেজর কাজী নূরজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

সেক্টর - আট

- এলাকা: কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনা দৌলতপুর- সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত এলাকা
- সদর দপ্তর: কল্যাণী
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেজর এম এ মঞ্জুর

সেক্টর - নয়

- এলাকা: দৌলতপুর-সাতক্ষীরা সড়ক থেকে খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ এবং বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।
- সদর দপ্তর: হাসনাবাদ
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর এম. এ. জলিল

সেক্টর - দশ

- এলাকা: দশ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ।
- সেক্টর কমান্ডার: প্রধান সেনাপতির বিশেষ বাহিনী

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

সেক্টর - এগার

- এলাকা: কিশোরগঞ্জ ছাড়া ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা।
- সদর দপ্তর: মহেন্দ্রগঞ্জ
- সেক্টর কমান্ডার: মেজর আবু তাহের ও স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ খান

আরও কিছু তথ্য:

- সেক্টর কমান্ডার বেঁচে আছেন- ৪ জন।
- ৪নং সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলীকে টাইগার লিডার বলা হত।
- ৯নং সেক্টর কমান্ডার মেজর আব্দুল জলিল রাজনৈতিক কারণে কোন খেতাব পাননি।
- তারামন বিবি ১১নং সেক্টর ও সেতারা বেগম- ২নং সেক্টর (এ.টি.এম. হায়দারের বোন) যুদ্ধ করেন।
- মুক্তিযুদ্ধকে আরো জোরদার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জুন মাসে ব্রিগেড আকারে তিনটি ফোর্স গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

নিয়মিত বাহিনী

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিনায়কের নামের আদ্যাক্ষরের ভিত্তিতে জুলাই, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর থেকে তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়।

জেড ফোর্স

- সদর দপ্তর: তেলঢালা
- অধিনায়ক: লে.ক. জিয়াউর রহমান
- মুক্তিবাহিনীর প্রথম ব্রিগেড জেড ফোর্স ৭ জুলাই, ১৯৭১ গঠিত হয়। ১ম, ৩য়, ৮ম, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

কে- ফোর্স

- সদর দপ্তর: আগরতলা
- অধিনায়ক: লে. ক. খালেদ মোশাররফ
- ৭ অক্টোবর কে-ফোর্স গঠিত হয়। ৪র্থ, ৯ম, ১০ম

এস ফোর্স

- সদরদপ্তর: হাজামারা
- অধিনায়ক: লে.ক.কে এম শফিউল্লাহ
- সেপ্টেম্বর মাসে এস ফোর্স গঠিত হয়। ২য়, ১১, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

মুক্তিযুদ্ধে বাহিনী ছিল- দুই ধরনের। যথা:

ক. নিয়মিত বাহিনী

খ. অনিয়মিত বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

কয়েকটি গেরিলা বাহিনীর নাম:

1. কাদেরিয়া বাহিনী- টাঙ্গাইল
2. মেজর আফছার বাহিনী- ময়মনসিংহ
3. রফিক বাহিনী- পিরোজপুর
4. লতিফ মির্জা বাহিনী- সিরাজগঞ্জ
5. আকবর বাহিনী- ঝিনাইদহ
6. হেমায়েত বাহিনী- ফরিদপুর
7. বাতেন বাহিনী- টাঙ্গাইল
8. হালিম বাহিনী- মানিকগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

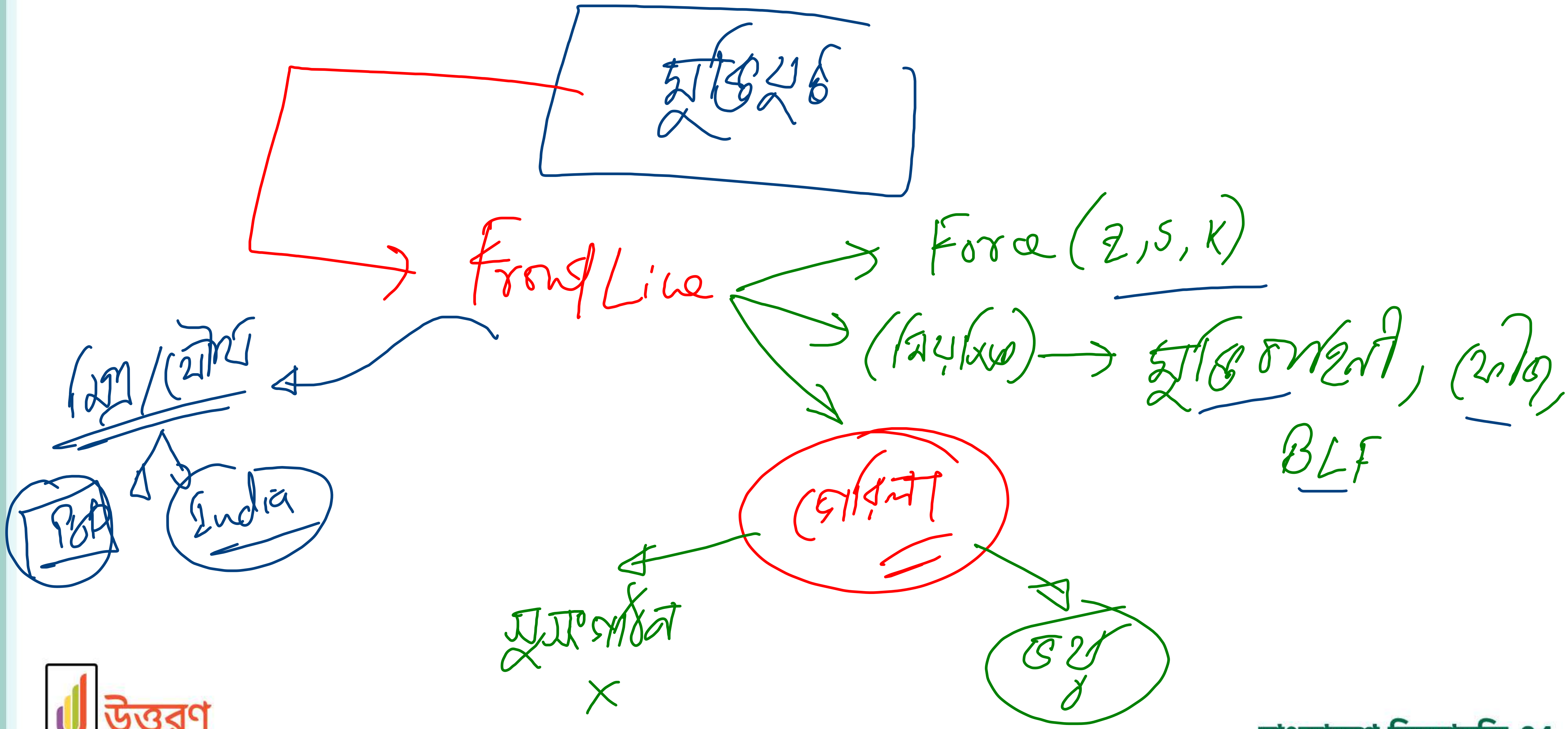

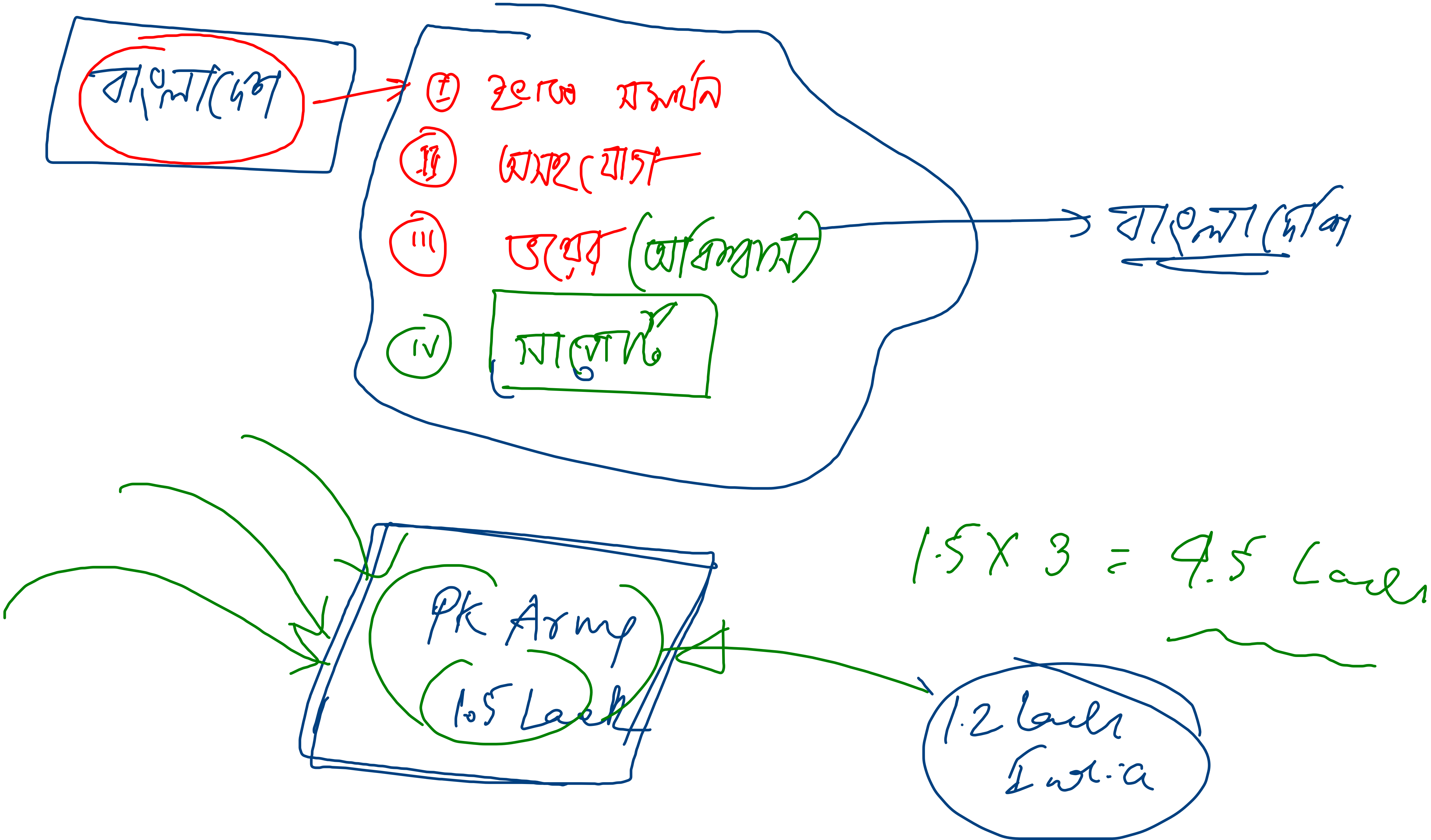
বাংলাদেশ
অসহযোগ
বাংলাদেশ
PK Army
1.5 Lakh
1.5 X 3 = 4.5 Lakh
1.2 lakh
India

Gun - Boat Diplomacy:

ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিঃ ৯ আগস্ট, ১৯৭১, দুই দেশের মধ্যে ২৫ বছরের জন্য মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি হয়। এই চুক্তির কারণে চীন পাকিস্তানদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা ভারতের হাতে ধরা পড়ে। সেই বার্তায় ভারত জানতে পারে, USA ৭ম নৌ-বহর পাঠাচ্ছে। এর কমান্ডার ছিল এডমিরাল ডায়মন্ড গর্ডন। নৌ-বহরের কেন্দ্র ছিল তাঙ্কিন উপসাগরে। এই বহরের অগ্রভাগে ছিল ৭৫ হাজার টন পারমাণবিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিমানবাহী জাহাজ USSR-এন্টারপ্রাইজ। USA এর সহায়তায় UK বিমানবাহী জাহাজ ঈগলের নেতৃত্বে একটি নৌ-বহর পাঠায়।

সোভিয়েত ভারত মৈত্রী চুক্তির কারণে ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভ্লাদিভস্তক নৌবহর থেকে পারমাণবিক অস্ত্রসংবলিত ৮ম নৌবহর পাঠায়। এর কমান্ডার ছিলেন ভ্লাদিমি ক্রুভলিয়াকভ।

POLL QUESTION-05

✪ ক্র্যাকপ্লাটুন কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?

(a) ১ নং

(b) ২ নং

(c) ৩ নং

(d) ৪ নং

গেরিলা

(ঢাকা)

মুক্তিযুদ্ধের খেতাব

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মোট ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিম্নোক্ত খেতাব প্রদান করা হয়:

সর্বমোট খেতাব প্রদান	৬৭৬ জনকে
বীরত্বসূচক উপাধিসমূহ	১. বীরশ্রেষ্ঠ ৭ জন, ২. বীরউত্তম ৬৮ জন ৩. বীরবিক্রম ১৭৫ জন ৪. বীরপ্রতীক ৪২৬ জন
বিদেশি বন্ধুদের প্রদত্ত সম্মাননা	১. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা- ১ জন (ইন্দিরা গান্ধীকে) ২. বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা- ১৫ জন ৩. বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা- ৩১১ জন ও ১১টি সংগঠন
বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্তা নারী	১. ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম বীরপ্রতীক (২নং সেক্টর) ২. তারামন বিবি বীরপ্রতীক (১১নং সেক্টর)
খেতাবপ্রাপ্ত নাগরিক আদিবাসী	ইউকে চিং (বীরবিক্রম)
মুক্তিবেটি নামে পরিচিত	কাকন বিবি

বীরশ্রেষ্ঠ

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

- পিতা – আবদুল মোতালেব হাওলাদার, মাতা- সাফিয়া বেগম
- জন্ম - ৮ মার্চ, ১৯৪৯, রহিমগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
  মৃত্যু- ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১, বারঘরিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- কর্মস্থল ও সেক্টর – সেনাবাহিনী, সেক্টর -৭
- পদবী - ক্যাপ্টেন

হামিদুর রহমান

- পিতা – আব্বাস আলী মণ্ডল, মাতা- মোসাম্মৎ কায়সুন্নেসা
- জন্ম – ১৯৪৪ যশোর
  মৃত্যু – ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ ধলই, শ্রীমঙ্গল, সিলেট
- কর্মস্থল ও সেক্টর – সেনাবাহিনী, সেক্টর ৪
- পদবী – সিপাহী

বীরশ্রেষ্ঠ

সিপাহী

মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

- পিতা – হাবিবুর রহমান, মাতা- মালেকা বেগম
- জন্ম – ১৯৪৭ দৌলতখান, ভোলা।
  মৃত্যু – ১৮ এপ্রিল ১৯৭১ দরুইন, কুমিল্লা।
- কর্মস্থল ও সেক্টর – সেনাবাহিনী সেক্টর ২
- পদবী – সিপাহী

মোহাম্মদ রুহুল আমিন

- পিতা – আজহার পাটোয়ারী, মাতা – জোলেখা খাতুন
- জন্ম – জুন ১৯৩৪, নোয়াখালী
  মৃত্যু – ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- কর্মস্থল ও সেক্টর – নৌ বাহিনী, সেক্টর – ৪
- পদবী- ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার

বীরশ্রেষ্ঠ

মতিউর রহমান

- পিতা – মৌলভী আব্দুস সামাদ, মাতা- সৈয়দা মোবারকুন্নেসা খাতুন
- জন্ম – ২৯ অক্টোবর ১৯৪১, ১০৯ আগা সাদেক রোড, পুরান ঢাকা
  মৃত্যু- ২০ আগস্ট, ১৯৭১, করাচি বিমান ঘাঁটি, পাকিস্তান
- কর্মস্থল ও সেক্টর – বিমান বাহিনী
- পদবী – ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট

মুন্সি আব্দুর রউফ

- পিতা – মুন্সি মেহেদী হাসান, মাতা – মকিদুন্নেসা
- জন্ম – ১ মে, ১৯৪৯, ফরিদপুর
  মৃত্যু – ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ মহালছড়ি, রাঙ্গামাটি
- কর্মস্থল ও সেক্টর – রাইফেলস, সেক্টর ১
- পদবী – ল্যান্স নায়েক

বীরশ্রেষ্ঠ

নূর মোহাম্মদ শেখ

- পিতা – মোহাম্মদ আমানত শেখ, মাতা – জেন্নাতুন্নেসা
- জন্ম – ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬, মহিষখোলা, নড়াইল
  মৃত্যু – ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, গোয়ালহাটি, যশোর
- কর্মস্থল ও সেক্টর – রাইফেলস, সেক্টর ৮
- পদবী – ল্যান্স নায়েক

POLL QUESTION-06

✪ মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি কোন সম্প্রদায়ের?

(a) গারো

(b) রাখাইন

(c) খাসিয়া

(d) চাকমা

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি ব্যক্তিবর্গের অবদান

সাইমন ড্রিং: ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে তিনি প্রকাশ করেন।

মাদার মারিও ভেরনজি: ইতালির নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেন।

জর্জ হ্যারিসন: মার্কিন নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh -এর প্রধান আয়োজক এবং শিল্পী।

রবি শংকর: জন্ম নড়াইল (বাংলাদেশ), নাগরিকত্ব ভারতের। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh- অন্যতম সহযোগী আয়োজক। বিখ্যাত সেতার বাদক।

ইয়েভগনি ইয়েভ তুসোস্কর: রাশিয়ার কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন।

এলেন গিন্সবার্গ: মার্কিন কবি। মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্য কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর লেখা অন্যতম কবিতা September on Jessore Road.

আর্দ্রে মায়ারা: ফরাসি সাহিত্যিক। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জগজিৎ সিং অরোরা: ভারতের নাগরিক। মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত- বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। নিয়াজির আত্মসমর্পন দলিলে যৌথ বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

হোয়াইল হেমার ওয়াডার ল্যান্ড: জন্ম- নেদারল্যান্ড; নাগরিকত্ব- নিউজিল্যান্ড। মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বীর প্রতীক। ডব্লিউ এ এস ওয়াডারল্যান্ড বিদেশি হয়েও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের অবদান

ভারত

+ আশ্রয়দাতা [ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মেঘ, আসাম]
৯৮, ৯৯, ৩০৩

+ মিত্রবাহিনী ≈ 1.2 লাখ

+ সরকার → কলকাতা

USA

+ve	-ve
সহায়তা	পাকিস্তান সমর্থন
সাধারণ জনগণ বাংলাদেশের পক্ষে	Govt পাকিস্তান

USSR → ভেটো, অষ্টম নৌবহর

চীন → পাকিস্তান → অস্ত্র

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের অবদান

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্যার্থে নিউইয়র্কে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের নাম The concert for Bangladesh। এটি অনুষ্ঠিত হয় ১ আগস্ট, ১৯৭১। অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন- পণ্ডিত রবি শংকর ও ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন; বব ডিলান, এরিক ক্লাপটন, লিয়ন রাসেল, বিলি প্রিস্টন, ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ প্রমুখ। এতে ৪০ হাজার লোকের সমাগম হয়। (বব ডিলান ২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল- সমাজতান্ত্রিক ব্লক (সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত ও অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশ)
- বাংলাদেশের বিপক্ষে ছিল- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।
- মুসলিম বিশ্বের কোন কোন দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধীতা করে - সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, জর্ডান প্রভৃতি রাষ্ট্র।

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের অবদান

- বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে ভেটো প্রদান করে- চীন।
- যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কয়বার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়? ৩ বার। যথা:

ক. ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (USA প্রস্তাব দেয়)

খ. ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (আর্জেন্টিনার নেতৃত্বে নিরাপত্তা পরিষদের ৮টি দেশ)

গ. ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (USA প্রস্তাব দেয়)

কিন্তু USSR-3 বারই ভেটো (অর্থ আমি মানি না) দেওয়ার কারণে যুদ্ধ বিরতি হয় নি।

POLL QUESTION-07

✪ 'মুক্তিযুদ্ধের' মৈত্রী সম্মাননা পুরস্কার কাকে দেয়া হয়েছে?

(a) শ্যাম সুন্দর সিং

(b) লসংকর কৃষ্ণ

(c) ফ্রান্সি জুলিয়ান

(d) অব কর্নেল অশোক তারা

বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি

- বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল ভুটান।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ পূর্ব জার্মানি। তবে বর্তমানে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানি মিলে জার্মানি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় ইউরোপীয় দেশ পোল্যান্ডকেও অনেক সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পূর্ব জার্মানি না থাকলে পোল্যান্ড হবে।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ সেনেগাল।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলা ও কলম্বিয়া।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম ওশেনিয়ার দেশ ফিজি।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী মধ্যপ্রাচ্যের এবং আরব দেশ ইরাক।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অ-আরব মুসলিম দেশ মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ	দেশের নাম	স্বীকৃতির তারিখ
ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ফ্রান্স	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ব্রিটেন	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২	যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	ভেনিজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
বুলগেরিয়া	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২	কলম্বিয়া	২ মে, ১৯৭২
মায়ানমার	১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২	ইরাক	৮ জুলাই, ১৯৭২
নেপাল	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২	সৌদি আরব	১৬ আগস্ট, ১৯৭৫
ফিজি	১৬ জানুয়ারি, ১৯৭২	চীন	৩১ আগস্ট, ১৯৭৫
সেনাগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২		

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

- মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসররা এ দেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, সাংবাদিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সন্তোতাষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রাশীদুল হাসান, সাংবাদিক সেলিনা পারভিন, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. গোলাম মুর্তুজা, ডা. আজহারুল হক এবং আরও অনেকে।

- শহিদ বুদ্ধিজীবীর স্মরণে আমরা প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করি। ঢাকার রায়ের বাজারের বধ্যভূমি স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতি বহন করে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০০ এর বেশি গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গেছে।

- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা হয় চুকনগরে। এটি খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত, ভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একদিনে ১০ হাজারেরও বেশি গণহত্যার খবর পাওয়া যায়। এখানে গণহত্যা হয় ২০ মে, ১৯৭১।

পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়

- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বৃহস্পতিবার শীতের পড়ন্ত বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়) পাক-বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্ম-সমর্পণ করে।
- আত্মসমর্পণের সময় পাকিস্তানের নেতৃত্বে ছিলেন:

রাষ্ট্রপতি : আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।
প্রধানমন্ত্রী : নুরুল আমিন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী : সুলতান হোসেন খান।
পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক কমান্ডার : আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী।
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর : ডা. এস.এ. মালিক।

- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে স্বাক্ষর করেন-
যৌথবাহিনীর পক্ষে লে: জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরা, পূর্ব রণাঙ্গনে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমান্ডিং প্রধান এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে লে: জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, সামরিক আইন প্রশাসক জোন- বি এবং কমান্ডার ইস্টার্ন কমান্ড (পাকিস্তান)।
- আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন আব্দুল করিম খন্দকার (বিমান বাহিনীর প্রধান)।
- গণবাহিনীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন - বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দীকী।
- যৌথবাহিনীর প্রধান ছিলেন - জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
- জেনারেল নিয়াজী আত্মসম্পর্ণ করেন - প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য সামন্ত নিয়ে।
- প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা-যশোর, ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এটি শত্রুমুক্ত হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

- ১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য যে আইনে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় - আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩। ১৯৭৩ সালের ১৯নং আইন।

- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- দুটি। প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- ২৫ মার্চ, ২০১০। দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়- ২২ মার্চ, ২০১২।

- চূড়ান্ত বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর, ২০১৬) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে- ৬ জনের। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া যুদ্ধাপরাধীরা হলেন- আব্দুল কাদের মোল্লা, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, আলী আহসান মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী, সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী ও মীর কাসেম আলী।

- যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের বর্তমান চেয়ারম্যান - বিচারপতি শাহিনুর ইসলাম।

POLL QUESTION-08

✪ মেহেরপুর কবে শত্রুমুক্ত হয়?

(a) ৬ ডিসেম্বর

(b) ৭ ডিসেম্বর

(c) ৮ ডিসেম্বর

(d) ৯ ডিসেম্বর

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য (চলচ্চিত্র)

চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা এগারজন	চাষি নজরুল ইসলাম
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	
সংগ্রাম	
মেঘের পড়ে মেঘ	
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
খেলাঘর	
আমার বন্ধু রাশেদ	
গেরিলা	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
এখনও অনেক রাত	
আগুনের পরশমণি	হুমায়ুন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ

চলচ্চিত্র	পরিচালক
জয় বাংলা	ফখরুল আলম
দ্বীপ নিভে যায়	ইলজার ইসলাম
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
রূপালী সৈকত	
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী
মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশিদ
কলমিলতা	শহিদুল হক খান
লাল সবুজ	শহিদুল ইসলাম
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাস দত্ত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র

চলচ্চিত্রকার	প্রামাণ্য চলচ্চিত্র
জহির রায়হান	Stop Genocide
	A state is Born
আলমগীর কবির	Liberation Fighters
গীতা মেহতা	Innocent Millions
তানভীর মোকাম্মেল	স্মৃতি একাত্তর
তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	মুক্তির গান
	মুক্তির কথা
শাহরিয়ার কবির	দুঃসময়ের বন্ধু

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

- হুলিয়া
- সূচনা
- ছাড়পত্র
- বখাটে
- ছানা ও মুক্তিযুদ্ধ
- স্মৃতি একাত্তর
- একজন মুক্তিযোদ্ধা
- কালো চিল ৭১
- স্পার্টাকাস ৭১
- শিলালিপি
- একাত্তরের মিছিল
- ইতিহাস কন্যা
- একজন মুক্তিযোদ্ধা
- দুরন্ত
- পতাকা
- ধূসর যাত্রা
- নীল দংশন
- ৭১ এর লাশ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য

স্থাপত্য	স্থপতি	স্থান
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার	টিএসসি, ঢাবি
জাগ্রত চৌরাঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক	জয়দেবপুর চৌরাস্তা(গাজীপুর)
সাবাস বাংলাদেশ	নিতুন কুণ্ডু	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	মইনুল হোসেন	সাভার
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির	মেহেরপুর
স্বাধীনতার সংগ্রাম	শামীম শিকদার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার রোড
বিজয়োল্লাস	শামীম শিকদার	আনোয়ার পাশা ভবন
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	মিরপুর ঢাকা
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা	হামিদুজ্জামান খান	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
অদম্য বাংলা	গোপাল চন্দ্র পাল	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
স্বাধীনতা	নাসির খান	নোয়াখালী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থপতি	স্থান
সীমান্ত গৌরব	মৃণাল হক	বিজিবি সদরদপ্তর, পিলখানা
অপরাজেয়' ৭১	স্বাধীন চৌধুরী	ঠাকুরগাঁও
স্ফুলিঙ্গ	কনক কুমার পাঠক	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রত্যয়'৭১	মৃণাল হক	মাওলানা ভাসানী বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা	নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম	জাহান্নম হইতে বিদায়	
একাত্তরের বর্ণমালা	এম আর আখতার মুকুল	ক্রীতদাসের হাসি	
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন	দুই সৈনিক	
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির	জন্ম যদি তব বঙ্গে	
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন	The Shark the River	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল	দি লিবারেশন অব বাংলাদেশ	মেজর সুখওয়ান্ত সিং
একাত্তরের কথামালা	নূরজাহান বেগম	Bangladesh: A Legacy of Blood	Anthony Mascarenhas
আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল	The Rape of Bangladesh	Anthony Mascarenhas
ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন	Of Blood of Fire	জাহানারা ইমাম
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম	The Golden Age	তাহমিনা আনম
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহিম	Surrender at Dacca: Birth of a Nation	Lt. Gen. JFR Jacob
বাংলাদেশ কথা কয়	আব্দুল গাফফার চৌধুরী	Witness to surrender	Siddiq Salik
বকুলপুরের স্বাধীনতা	মমতাজউদ্দিন আহমদ	The Cruel Birth of Bangladesh	Archer K Blood

POLL QUESTION-09

✪ সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস কোন দেশের কবি ছিলেন?

(a) যুক্তরাজ্য

(b) অস্ট্রেলিয়া

(c) পাকিস্তান

(d) যুক্তরাষ্ট্র

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়